মনীষী চরিত

মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ ঃ উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

কালের আবর্তে প্রতি যুগেই ইসলাম বিরোধী চক্র ইসলামকে চিরতরে বিলুপ্ত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। যা যুগ পরম্পরায় আজও অব্যাহত রয়েছে। বরং পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াহুদী খৃষ্টানরা ইসলাম ধর্মের সুমহান আদর্শকে কোন কালেই মেনে নিতে পারেনি, আজও পারছেনা, ভবিষ্যতেও পারবে কি-না তা সুদূর পরাহত। কিন্তু তাদের এ হীন প্রচেষ্টা প্রতি যুগেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং ইসলাম তার গতিধারাকে আরো বেগবান করেছে। ইসলামের পক্ষে কথা বলার, বাতিলের সমুচিত জবাব দেওয়ার এবং মানুষের আক্বীদা ও আমলকে ইসলামের মৌল আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে এই বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে। যাঁরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে এবং সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। যে সকল মনীষী তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আমরণ ইসলামের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

মাওলানা আকরম খাঁ একটি ব্যক্তিত্ব, একটি ইতিহাস। উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার একজন অগ্রসৈনিক। বাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত। বাংলায় মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃত। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মাওলানার কর্মজীবন বর্ণাঢ্য। প্রচলিত জীবন ধারার ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ তিনি। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে যাঁদের নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির সমুজ্জল মাওলানা আকরম খাঁ তাদেরই একজন।

বাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্জাগরণে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শতায়ু এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন পরিক্রমার বেশিরভাগই এই উপমহাদেশের মুসলিম জীবনের পুনরুত্থানে, মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে, সর্বোপরি শিরক-বিদ'আত বিমুক্ত তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

বিদেশী শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক মঞ্চেও তাঁর সক্রিয় পদচারণায় সমকালীন সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। ক্লান্তিহীন পথিকের ন্যায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তিনি।

১৮৬৮ সালের ৭ই জুন মোতাবেক ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ চব্বিশ পরগনা জেলার হাকিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত 'আলিম ও মুজাহিদ' পরিবারে মাওলানা আকরম খাঁ জন্মগ্রহণ করেন।[১] জন্ম সূত্রে তিনি জিহাদী প্রেরণার উত্তরাধিকারী হন এবং এই প্রেরণাই আগাগোড়া তাঁর জীবনকে নব নব উদ্যোগ ও প্রেরণার দিকে পরিচালিত করে। তাঁর পিতা গাযী আব্দুল বারী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুজাহিদ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গাযীর গৌরব অর্জন করেন।[২] আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা এনায়েত আলী ছাদেকপুরী (১২০৭-১২৭৪ হিঃ/১৭৯৩-১৮৫৮ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হাকিমপুর কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহযোগী হাজী মুফীযুদ্দীন খাঁর (১২০৫-১৩১০ হিঃ) দৌহিত্র এবং মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০ হিঃ/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) কৃতি ছাত্র ছিলেন তাঁর পিতা মাওলানা আব্দুল বারী খাঁ।[৩] সঙ্গত কারণেই তিনি জিহাদী প্রেরণার উত্তরাধিকারী হন। আর এই প্রেরণাই তাঁকে আপোষহীন করে তুলে।

এগার বৎসর বয়সে একই দিনে মাতাপিতাকে হারিয়ে তিনি স্বীয় নানার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।[৪] তাঁর পিতামহ তোরাব আলী খাঁ ছিলেন শহীদ তিতুমীরের একজন শিষ্য। তাঁর এক পূর্বপুরুষ বালাকোট যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর মাতা রাবেয়া খাতুন ছিলেন ধর্ম পরায়ণা ও মহীয়সী মহিলা।[৫] তাঁর পূর্বপুরুষগণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা সেখান থেকে এসে ভারতের বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেন।[৬]

মাওলানা আকরম খাঁর শিক্ষা জীবন মক্তব থেকে শুরু হয়। মক্তবে তিনি পবিত্র কুরআন মজীদ শিক্ষা ছাড়াও শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ' পাঠ করেন।[৭] অতঃপর স্থানীয়

১। আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬) পৃঃ ৫৫, নিবন্ধঃ 'মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রপথিক'; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৬) পৃঃ ৪৬৭। গৃহীতঃ আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, 'সুধীবৃন্দের তুলিতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ' পৃঃ ১৩, ২১০।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) পৃঃ ৭৫।

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৭।

৪. তদেব; ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৭৫; এম রুহুল আমিন, ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৭/ শা'বান ১৪০৭) পৃঃ ৩।

৫. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১; মাওলানা আকরাম খাঁ পৃঃ ১২৬, নিবন্ধঃ 'মাওলানা সাহেব সম্পর্কে দু'টি কথা'।

৬. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

এক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[৮] ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে অবশেষে তিনি মাদরাসা শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং ১৮৯৬ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯০০ সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে সর্বোচ্চ এফ, এম (ফাইনাল মাদরাসা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৯]

ছাত্র জীবনেই তাঁর মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ছাত্র জীবন সমাপনান্তে তিনি মুসলমানদের জাতীয় অগ্রগতি ও পুনর্জাগরণে মনোনিবেশ করেন। ছোট বেলা থেকেই সংবাদপত্র পাঠে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। সাংবাদিকতার মাধ্যমেই তাঁর কর্ম জীবনের শুরু। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংবাদপত্রের মাধ্যমেই মুসলমানদের অগ্রগতি এবং পুনর্জাগরণ সম্ভব। কাজেই সাংবাদিকতাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে চির জাগ্রত ও আত্মসচেতন করে তুলার জন্য তিনি সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করেন। এই সময় তিনি কলিকাতা তাঁতীবাগের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও 'মোহাম্মাদী' পত্রিকার মালিক হাজী আব্দুল্লাহ্‌র (জন্ম-পাটনাঃ ১৮৪০ খৃঃ, মৃত্যু-কলিকাতাঃ ১৯২০) নযরে পড়েন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচারের জন্য তাঁর হাতেই তিনি পত্রিকার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।[১০] ১৯২৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' মাসিক হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে থাকে।[১১] ১৯১৩ সালে তৎকালীন বাংলার ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় বগুড়ার 'ধনিয়া' গ্রামে 'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই বাংগালা গঠিত হ'লে ১৯১৪ সালে এই আঞ্জুমানের মুখপত্র মাসিক 'আল-ইসলাম' প্রকাশিত হয়। মাওলানা আকরম খাঁ এর প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।[১২] ১৯২০ সালের ২১শে মে তিনি উর্দু দৈনিক 'যামানা' প্রকাশ করতঃ এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৩] রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ১৯[illegible] সালে 'সেবক' নামে একটি বাংলা দৈনিকও প্রকাশ করেন। একই সময়ে তিনি কিছুদিন সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' দৈনিক 'যামানা' (উর্দু) ও দৈনিক 'সেবক' মোট তিনটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।[১৪] উল্লেখ্য যে, স্বাধীন ও নির্ভীক মতামত প্রকাশের দরুন 'সেবক' সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১৫] ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর মাওলানা আকরম খাঁর জীবনের অমর কীর্তি দৈনিক 'আজাদ' কলিকাতা হ'তে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সম্পাদনায়।[১৬] জাতীয় জাগরণ এবং আযাদী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে এ পত্রিকার অবদান অপরিসীম। তিনি যখন দৈনিক 'আজাদ' নিয়ে সাংবাদিকতায় অবতীর্ণ হন, তখন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মুসলমাদের ভূমিকা ছিল একেবারে নগন্য। 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' এবং 'আছরে জাদীদ' ছাড়া কোন পত্রিকা মুসলিম সমাজে তখন ছিল না। অন্যদিকে কংগ্রেস তথা হিন্দুদের জন্য ছিল 'অমৃত বাজার' 'আনন্দবাজার' 'যুগান্তর' দৈনিক 'বসুমতি' 'সত্যযুগ' 'লোক সেবক' ইত্যাদি পত্রিকা। এছাড়া তাদের বহু মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকাও ছিল। মুসলিম সমাজের একমাত্র মুখপত্র ছিল দৈনিক 'আজাদ'। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করার দায়িত্ব ছিল এই পত্রিকার। এই পত্রিকার প্রেরণাতেই মুসলমানরা আযাদী আন্দোলন চালিয়ে যায়।[১৭] দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' সহ তিনি ঢাকায় হিজরত করেন।[১৮] ১৯৪৬ সালে তিনি একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলীর সাপ্তাহিক কমরেড (Comrade)-এর মালিকানা খরিদ করে পত্রিকাটি পুনর্জীবিত করেন।[১৯]

রাজনৈতিক মঞ্চেও তাঁর পদচারণা সক্রিয় ছিল। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই ছিল মুসলিম লীগ গঠন করার উদ্দেশ্য। তিনি মুসলিম লীগ গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।[২০] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২১) চলাকালে মাওলানা আকরম খাঁ সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।[২১] ১৯১৩ সালে 'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই বাংগালা' প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি এর সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন।[২২] ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হ'লে তিনি এর সেক্রেটারী মনোনীত হন।[২৩] ১৯৩৫ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৭৫।
৯. তদেব; ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ৩।
১০. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ; পৃঃ ৪৬৭।
১১. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ; পৃঃ ১৩।
১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬; ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ৯৫।
১৪. তদেব।
১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।
১৬. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ আগস্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'আমার দেখা আমার নেতা'; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬; আকরাম খাঁ, পৃঃ ৭৫ প্রবন্ধঃ 'সংবাদ পত্র সেবী মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।
১৭. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১১।
১৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।
১৯. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ই আগস্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'মাওলানা আকরাম খাঁ স্মরণে'।
২০. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১৮।
২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।
২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
২৩. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ২০।

লীগের সভাপতি, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫২ -এর ভাষা আন্দোলনে তাঁর পত্রিকা দৈনিক আজাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হ'লে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন।[২৪]

বাংলাদেশের খ্যাতিমান (আহলেহাদীছ) পণ্ডিত আবুল মনসুর আহমদ তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে বলেন,

'তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে শুধু বৈষয়িক রাজনীতি মনে করতেন না। এটাকে মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার কোন অস্পষ্টতা ছিলনা। শুধু রাজনৈতিক মুক্তিই যে আমাদের প্রকৃত আজাদী আনবে না, সেই সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক আজাদীও অপরিহার্য্য এ বিষয়ে ছিলেন তিনি সচেতন ও অতন্দ্র। সে জন্য তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' উচ্ছেদের জন্য 'প্রজা' আন্দোলনের জন্ম দেন।[২৫]

আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ।[২৬] স্বভাবতঃই শিরক ও বিদ'আতের সাথে আপোষহীন ছিলেন তিনি। শিরক-বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সমকালীন সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিত। সাধারণ মানুষ যখন সঠিক তাওহীদ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ ছিল, ঠিক তখনই তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে মানুষের মনের গহীনে পুঞ্জিভূত আঁধার কেটে গেল। তিনি পীর পূজা, কবর পূজা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার।[২৭]

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। প্রথম জীবনে এ আন্দোলনের জন্য 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে মসীযুদ্ধ ও বিভিন্ন বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে তর্ক যুদ্ধ চালিয়েছেন, তাকে অবশ্যই মূল্যায়ণ করতে হবে। বাংলা ১৩১৯ সালে তিনি এমনি এক বাহাছে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার ঝাউডাঙ্গায় আসেন ও প্রতিপক্ষের খ্যাতনামা হানাফী আলেম মাওলানা রুহুল আমীনকে পরাজিত করেন।[২৮]

তাঁর একান্ত বাসনা ছিল বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা এবং খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যেই তিনি 'মোহাম্মাদী'র পাতায় পাতায় মুসলিম বাংলার সামাজিক গলদ শোধরানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণের ঘোর বিরোধী। তিনি কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেন। তিনি বলতেন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণের ফলে মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীন চিন্তা ধারা বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে।[২৯]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত (হানাফী) পণ্ডিত অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন,

"তিনি মুসলিম সমাজের মৌলিক ভিত্তি তার ধর্ম বিশ্বাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখতে পান যে, এতেও সে স্বধর্মনিষ্ঠ নয়। নানাবিধ আগাছা-পরগাছা শিকড় গেড়েছে। নানাবিধ কুসংস্কারে তার মানস সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। পীর পূজা, গোর পূজা প্রভৃতি সর্বসাধারণ মুসলিম মানসে এমন দানা বেধেছে যে, তাকে সরিয়ে নিতে চাইলে তারা মরিয়া হয়ে আক্রমন করার চেষ্টা করে। কেবল অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেই নয় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা ধর্মের শাসন অনুশাসনের ক্ষেত্রে চার ইমামের মাযহাবকে শেষ ব্যাখ্যা মনে করে তাক্বলীদের দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ ভেবে এক্ষেত্রে টু শব্দটি করার স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই প্রথমে গোড়ার দিকে সংস্কার করার বাসনায় তিনি হাদিস শাস্ত্র ঘেটে মাল-মসলা সংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, কোরআন ও হাদিসের সূত্র গুলোর ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা সকল মুসলমানের রয়েছে। এক্ষেত্রে তার সহযাত্রী ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী। এদেরই চেষ্টায় এ অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশেষভাবে ফলে উঠে।[৩০]

মাওলানা আকরাম খাঁ একজন অকুতোভয় সম্পাদক ছিলেন। কাউকে তোয়াক্কা না করেই তিনি হকের পথে তাঁর হস্ত সঞ্চালিত করেছিলেন। তাঁকে যেদিন বৃটিশ নীতির সমর্থনে লেখার কথা বলা হ'ল এবং এ জন্য তাঁকে আর্থিক লোভ দেখানো হ'ল, সেদিন তিনি অপরিসীম অর্থ কষ্টের মধ্যে থেকেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এতে নবাব ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করার হুমকি দিলে তিনি ধীর-গম্ভীর ও অকম্পিত কণ্ঠে বললেন,

'দেখুন জনাব, আমি জীবনে বহুবার শিকার করেছি। বন্দুকের গুলীতে অনেক পাখি মেরেছি। আমার প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হ'লে মারা যেতে পারি, এ কথা আমি ভাল ভাবেই জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, আমাকে বন্দুকের গুলীতে নিহত করা হ'লে আমার দেহ হ'তে যত বিন্দু রক্তপাত হবে, বাংলার বুকে ঠিক ততজন আকরম খাঁ পুনর্বার জন্মাবে।[৩১]

২৪. দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ আগস্ট ১৯৯৮, পৃঃ ৬ নিবন্ধঃ 'সংবাদপত্র শিল্প ও সাংবাদিকতার অগ্রনায়ক মাওলানা মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ'।

২৫. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রনায়ক'।

২৬. আকরম খাঁ, পৃঃ ১২৬, প্রবন্ধঃ ইব্রাহীম খাঁ, 'মাওলানা সাহেব সম্পর্কে দু'টি কথা'।

২৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।

২৮. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তিও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ পৃঃ ৪৬৮, গৃহীতঃ মোহাম্মাদ মতীউর রহমান, তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়া (প্রকাশকঃ এম আব্দুল্লাহ সাং ও পোঃ ঘোনা, সাতক্ষীরা, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

২৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৩০. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ই আগস্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'বাঙ্গালী মুসলমানের রাজনৈতিক জনক'।

৩১. মাওলানা আকরম খাঁ, পৃঃ ১২ (প্রসঙ্গ কথা)।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সরকারী জাতীয় কবরস্থান বাদ দিয়ে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী বংশাল মালিবাগ আহলেহাদীছ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩২]

সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও জেল-যুলমের মধ্যেও মাওলানা অনেকগুলি গবেষণাধর্মী ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসীরুল কুরআন, মোস্তফা চরিত, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, উম্মুল কোরআন, কাব্যে আমপারার তাফসীর, সমস্যা ও সমাধান, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি বইগুলি তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও গভীর পাণ্ডিত্যের উৎকৃষ্ট দলীল।[৩৩]

তাঁর তিরোধানে দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত আবুল মনসুর আহমদ বলেন, 'শতাব্দীকালের একটা বিরাট মহীরুহ, বিস্তীর্ণ ছায়াদার একটা বিশাল বটগাছ ভূমিসাৎ হইল। দেশ হারাইল একটা আলোকস্তম্ভ। দেশবাসী হারাইল বাড়ির মুরব্বি, সাংবাদিক সাহিত্যিকরা হারাইলেন উপদেষ্টা, রাজনীতিবিদরা হারাইলেন একজন দিশারী, আলেম সম্প্রদায় হারাইলেন একজন অনুপ্রেরণাদাতা'।

কিছু শিক্ষণীয় ঘটনাঃ

(১) ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম রায়টের সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে আয়োজিত বিশাল সম্মেলনের প্রধান দুই বক্তা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা আকরম খাঁ। মাগরিবের ছালাত আদায়ের জন্য মাওলানা আকরম খাঁ ১নং মারকুইস লেনে অবস্থিত মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ছালাত আদায় করতে এসেছেন। ছালাত শেষে বের হবার সময় মসজিদের দরজায় কয়েকজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সামনে অবস্থিত পানশালায় মদ্যপানরত দুই মুসলিম যুবক দৌড়ে এসে চোখের পলকে ঐ অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অস্ত্রধারীকে ধরাশায়ী করে ও দু'তিনজন গুণ্ডাকে খতম করে। এ দৃশ্য দেখে বাকীরা পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। মসজিদ ভর্তি মুছল্লীদের কেউ সেদিনকার বিপদ মুহূর্তে এগিয়ে আসেনি। আকরম খাঁ ঐদিন গড়ের মাঠে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা ছিল তাঁর সারা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিহাদী বক্তৃতা।[৩৪]

(২) ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত সভায় সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অভ্যাস বশে চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। রাষ্ট্রদূতের ফারসী ভাষায় বক্তৃতার জওয়াব ফারসীতে কে দেবে? মাওলানা আযাদ মঞ্চে বসা আকরম খাঁর দিকে তাকালেন। আকরম খাঁ ইশারা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রথম দিকে বাধ বাধ অতঃপর স্রোতের গতিতে বক্তৃতা করে রাষ্ট্রদূতকে তাক লাগিয়ে দিলেন। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে হল মুখরিত হ'য়ে উঠল। ভারতের সম্মান বাঁচল। -- তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি রসিকতা করে বলেন, ছোট বেলায় শেখা ফারসীগুলো ভাণ্ডের নীচে পড়েছিল। উপরের বাংলা-ইংরেজীর বোঝা ঠেলে ওগুলোকে খুঁটিয়ে বের করে আনতে একটু সময় লাগছিল। তাই বক্তৃতার শুরুতে একটু বাধ বাধ হচ্ছিল।[৩৫]

(৩) ঢাকায় আযাদ অফিস। সাতক্ষীরা থেকে প্রিয় শিষ্য মাওলানা আহমাদ আলী স্বীয় পুত্রকে সাথে নিয়ে সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন। হাতে তাঁর লিখিত পুস্তক 'আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মযহাবে আহলেহাদীছ'। পুরিসি রোগে অচল মাওলানা আকরম খাঁ অফিসের মধ্যে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। পূর্ব পরিচিত মাওলানা আহমাদ আলীকে পুত্রসহ দেখে আনন্দের সাথে স্বাগত জানালেন ও বললেন, তোমার হাতে ওটা কি? মাওলানা আহমাদ আলী ভয়ে ভয়ে বইটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। মাওলানা এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেললেন। অতঃপর মুখ তুলে বললেন, 'আহমাদ আলী তুমি যে লিখতে শিখেছ'। জওয়াবে তিনি বললেন, 'হুযুর! সমাজ ও জামা'আত নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি। ঠাণ্ডা মাথায় লেখার সময় পাইনা'। মাওলানা বললেন, 'আহমাদ আলী! মনে রেখ এ পৃথিবীতে যা কিছু করেছে, ব্যস্ত লোকেরাই করেছে। অলসরা কিছুই করেনি'।[৩৬]

দুর্ভাগ্য আমাদের জাতীয় মানস আজ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। ফলে আমাদের মূল্যবোধ ও ইতিহাস চেতনাও নেমে এসেছে শোচনীয় দশায়। ইতিহাসের অখণ্ড ধারার প্রেক্ষিতে আমাদের জননেতাদের মানস দৃষ্টি আচ্ছন্ন। কাজেই মাওলানা আকরম খাঁ স্বাভাবিক কারণে যে স্বীকৃতির হকদার, জাতির কাছ থেকে সে স্বীকৃতি তিনি পাননি, পাচ্ছেনও না। আদর্শবাদী এই মনীষীকে রাষ্ট্রীয় ভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। এমনকি বাংলাদেশের সংবাদপত্র গুলো 'মুসলিম সংবাদিকতার জনক' বলে খ্যাত এই মনীষীর নামে তাদের পত্রিকায় একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে থাকে। ফলে জাতি আজ প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পরিশেষে উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রপথিক, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন এই খ্যাতিমান মনীষীর জীবনধারা স্বাধীনতাপ্রিয় বাংলার মুসলমানের জন্য প্রেরণা হ'য়ে অক্ষুন্ন থাকুক এই প্রত্যাশা রইল।।

৩২. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৯।

৩৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৮।

৩৪, ৩৫, ৩৬. বক্তব্যঃ ডঃ মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্বীয় পিতা মাওলানা আহমাদ আলী হ'তে।